দৈনিক সংবাদ

১০

03 OCT 1995

তারিখ 03 অক্টো 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে কৃষি স্নাতক কোর্স চালু প্রসঙ্গে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় স্বাক্ষরিত ডি,এ লেটার (নং শাঃ১০/বিবিধ১৪-১/৯৪ (অংশ-১)/১৩৯১-শিক্ষা তাং ২৮/৮/৯৫ ইং) মোতাবেক জানা গেল যে, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক দূরশিক্ষনের মাধ্যমে দেশে কৃষি স্নাতক কোর্স চালু হতে যাচ্ছে। কৃষির মত একটি টেকনিক্যাল এডুকেশন দূরশিক্ষণের মাধ্যমে কিভাবে সম্ভব তা ভাবতে অবাক লাগে। কৃষি বিভাগের থানা/জেলা পর্যায়ে অবস্থিত প্রদর্শনী খামার দূরশিক্ষনের ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। অনেকের কাছে এটা একটি প্রথাগত ধারণা যে, কিছু জমি এবং হালচাষের ব্যবস্থা থাকলেই বুঝি সেখানে কৃষি শিক্ষার ব্যবহারিক ক্লাস সম্ভব। অথচ কৃষি স্নাতক কোর্সের বিভিন্ন বিষয়ে যেমন মৃত্তিকা বিজ্ঞান, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব, উদ্যানতত্ত্ব, কীটতত্ত্ব, ফসল উদ্ভিদ বিজ্ঞান, প্রজনন ও কৌলিবিদ্যা, কৃষি রসায়ন, প্রাণ রসায়ন ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য খামারে পরীক্ষামূলক প্লটের পাশাপাশি আধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ ল্যাবরেটরি প্রয়োজন। বলাবাহুল্য কৃষি স্নাতক কোর্সে শিক্ষার প্রয়োজনীয় ভৌত সুবিধাদির কোন ব্যবস্থা জেলা বা থানা পর্যায়ের কৃষি বিভাগে নেই। জেলা বা থানা পর্যায়ের কৃষি বিভাগে এসকলের ব্যবস্থা করাও অত্যন্ত ব্যয়বহুল ব্যাপার। এমতাবস্থায় উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে কৃষি স্নাতক কোর্স চালুর চিন্তাভাবনটি মোটেই বাস্তবসম্মত নয়। বর্তমানে, দেশের একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৩টি কৃষি কলেজ হতে প্রতিবছর যেসকল কৃষি গ্রাজুয়েট পাস করে বের হচ্ছেন তাদের চাকরির সংস্থান হচ্ছে না, হাজার হাজার কৃষি গ্রাজুয়েট এখন বেকার। এই পরিস্থিতিতে দূরশিক্ষনের মাধ্যমে ঘরে ঘরে কৃষি গ্রাজুয়েট তৈরির কোন প্রয়োজনই পড়ে না। ১৯৮০ সালের দিকে সরকারি সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি অনুষদ খোলা হয়, ১ম ব্যাচে ছাত্রও ভর্তি করা হয়। কিন্তু কৃষি শিক্ষার প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধার অভাবে উক্ত কোর্সে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা প্রদান সম্ভব না হওয়ায় উক্ত কৃষি অনুষদ বন্ধ ঘোষণা করা হয়। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে কৃষি স্নাতক কোর্স চালু করা হলে কোনমতেই সেখানে কৃষি শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না। কাজেই উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে কৃষি স্নাতক কোর্স চালু করে যাতে কৃষি শিক্ষার অবমূল্যায়ন এবং সরকারি অর্থের অপচয় না হয় সেজন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়সহ সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

কৃষিবিদ প্রদীপ কুমার সাহা
জামুর্কী, টাঙ্গাইল।